২২-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাবার মতো রূপ বসন্ত হতে হবে, জ্ঞান যোগ ধারণ করে তারপর অন্যের যোগ্যতা দেখে তাকে দান করতে হবে ।

প্রশ্ন :- কোন্ প্রথা দ্বাপর যুগ থেকে চলে আসছে কিন্তু এই সঙ্গমে বাবা সেই প্রথা বন্ধ করে দেন?

উত্তর :- দ্বাপর যুগ থেকে পায়ে পড়ার প্রথা চলে আসছে । বাবা বলেন, এখানে তোমাদের কারোর পায়ে পড়ার দরকার নেই । আমি তো অভোক্তা, অকর্তা আর অসোচতা (চিন্তন মুক্ত) । তোমরা বাচ্চারা হলে বাবার থেকেও বড়, কেননা বাচ্চারা বাবার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয় । তাই সেই মালিকদের আমি বাবা নমস্কার জানাচ্ছি । তোমাদের কারোর পায়ে পড়ার প্রয়োজন নেই । তবে হ্যাঁ, ছোটোদের বড়দের সম্মান তো রক্ষা করতেই হবে ।

গীত :- যারা প্রিয়তমের সাথে আছে.....

ওম শান্তি । বর্ষা তো প্রতি বছরই হয় । সে হল জলের বর্ষণ - যা কল্প - কল্প হয়ে আসছে । এ হলো পতিত দুনিয়া, নরক । এই দুনিয়াকে বিষয় সাগরও বলা হয়, যেই বিষ বা কাম অগ্নির দ্বারা এই ভারত কালো হয়ে গেছে । বাবা বলেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের বর্ষার দ্বারা আবারও গোরা বানাই । এই রাবণ রাজ্যে সবাই কালো হয়ে গেছে, আমি আবার সবাইকে পবিত্র বানিয়ে দিই । মূলবতনে কোনো পতিত আত্মা থাকে না । সত্যযুগেও কোনো পতিতই থাকে না । তখন সমস্ত দুনিয়াই পবিত্র । সেখানে পতিত মানুষের নামগন্ধ থাকে না, এই কারণেই বিষ্ণুকে ক্ষীর সাগরে দেখানো হয় । এর অর্থও মানুষ জানে না । তোমরা জানো যে বিষ্ণুর দুই রূপ হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ । বলা হয় সেখানে ঘিয়ের নদী বইবে, তাহলে অবশ্যই ক্ষীর সাগর চাই । মানুষ তো বিষ্ণু ভগবান বলে দেয় । তোমরা বিষ্ণুকে ভগবান বলতে পারো না । তোমরা বিষ্ণু দেবতায় নম:, ব্রহ্মা দেবতায় নম: বলে থাকো । বিষ্ণুকে ভগবান নম: বলবেই না । শিব পরমাত্মায় নম: শোভা পায় । এখন তোমরা জ্ঞানের আলো পেয়েছো । উঁচুর থেকে উঁচু শ্রী শ্রী ১০৮ রুদ্র মালা বলা হয় । ওপরে থাকে ফুল, তারপর মেরু দানা যুগল বলা হয় লক্ষ্মী - নারায়ণকে । ব্রহ্মা - সরস্বতীকে যুগল বলা হয় না, এই মালা তো শুদ্ধ, তাই না । মেরু লক্ষ্মী - নারায়ণকে বলা হয় । প্রবৃত্তি মার্গ তাই । বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণের সাম্রাজ্য । কেবল লক্ষ্মী - নারায়ণ বলা হয়, কিন্তু তাঁদেরও তো সন্তান থাকবে, তাই না, এ খবর কেউই জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা বিষয় সাগর থেকে বেরিয়ে এসেছো, এই বিষয় সাগরকে কালীদহ বলা হয় । সত্যযুগে তো এইসব কিছুই থাকে না । সাপের ওপর কৃষ্ণের নাচ, এ সবই চর্চিত কথা । অন্ধবিশ্বাসে পুতুল পুজো করে এসেছে । অনেক দেব - দেবীর মূর্তি তৈরী করে । লাখ - কোটি টাকা খরচ করে এই দেবীদের সাজায় । কেউ কেউ তো সত্যিকারের সোনার গয়নাও পরায় কেননা ব্রাহ্মণীদের দান করতে হয় । ব্রাহ্মণ যারা পুজো করায়, অনেক খরচা করায়, ধুমধামের সঙ্গে দেবীদের ঝাঁকি বের করে । দেব দেবীর মূর্তি তৈরী করে তাকে পালনা করে, তাঁর সাজসজ্জা করিয়ে তারপর তাঁকে ডুবিয়ে দেওয়া হয় । একে বলা হয় পুতুল পুজো । তোমরা ভাষণ দিয়ে বোঝাতে পারো এ কেমন অন্ধশ্রদ্ধার পুজো । খুব সুন্দর গণেশের মূর্তি তৈরী করা হয় । এখন কোনো মানুষের তো অমন শুঁড় থাকে না । কত ছবি বানায়, পয়সাও কত খরচ করে ।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - তোমাদের আমি কত বড় সাহুকার(বিত্তশালী), এই বিশ্বের মালিক বানাই । এইকথা আত্মাদের পরমাত্মা বসে বোঝান । তিনি এও জানেন - যারা আগের কল্পে এই পড়া পড়েছিলো আর বাবার শ্রীমতে চলেছিলো, তারাই চলবে । যদি না পড় আর ঘুরে বেড়াও তাহলেই খারাপ হয়ে যাবে । দাস - দাসীর মতো খারাপ পদ পাবে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা আমি কত বড় সাহুকার বানাচ্ছি । দুনিয়ার এই মানুষরা তো শিব আর শঙ্করের অর্থই জানে না । শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে আমার ঝুলি পূরণ করে দাও কিন্তু শঙ্কর তো ঝুলি পূরণ করেন না । এখন বাচ্চাদের বাবা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দেন । তাই তোমাদের ধারণ করতে হবে । বাবাও বোঝান যে দানও যোগ্যতা দেখেই করো । যার শোনার মনই নেই তার পিছনে অযথা সময় নষ্ট করো না । শিবের পূজারীই হোক বা দেবতাদের এমন মানুষদের চেষ্টা করে দান দিতে হবে । যাতে তোমাদের সময় নষ্ট না হয় । তোমাদের প্রত্যেককে রূপ বসন্ত হতে হবে । বাবা যেমন রূপ বসন্ত । তাঁর রূপ জ্যোতির্লিঙ্গম নয়, তারার মতো । পরমপিতা পরমআত্মা পরমধামে থাকেন । পরমধাম দূর থেকে অনেক দূর । আত্মাদের তো পরমাত্মা বলা হবে না । তিনি হলেন পরম আত্মা । এখানে যে দুঃখী আত্মারা থাকে, তারাই পরমপিতাকে ডাকে । তাঁকে সুপ্রীম আত্মা বলা হয় । তিনি বিন্দুর মতো । এমন নয় যে তাঁর কোনো নাম বা রূপ নেই । তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন । দুনিয়া তো তা জানে না । তাদের জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মা কোথায় থাকেন ?মানুষ বলবে তিনি সর্বব্যাপী । আরে, তোমরা তাঁকে যদি পতিত - পাবন বলো, তাহলে পবিত্র কিভাবে বানাবেন ? মানুষ কিছুই বোঝে না তাই একে অন্ধ রাজধানী বলা হয় । তোমাদের তো বাবা এই সমস্ত বিষয় থেকে মুক্তি দিয়েছেন । বাবা হলেন অভোক্তা, অকর্তা এবং অসোচতা । কখনোই তিনি পায়ে পড়তে দেন না । কিন্তু দ্বাপর যুগ থেকে এই প্রথা চলে আসছে । ছোটোরা বড়দের সম্মান রক্ষা করে । বাস্তবে বাচ্চারাই বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় । বাবা বলেন - এরা হলো আমার সম্পত্তির মালিক । তিনি সেই মালিকদের নমস্কার করেন । যদিও বাবাই মালিক তবুও প্রকৃত মালিক তো বাচ্চারাই এই সমস্ত সম্পত্তির । তাই তিনি তোমাদের থোড়াই বলবেন, পায়ে পড়, এই করো - ওই করো । না, তা বলবেন না । বাচ্চারা যদি তাঁর সাথে মিলিত হতে যায়, তাও বাবা বলেন, শিববাবাকেই স্মরণ করেই তোমরা মিলিত হতে যাও । আত্মা বলে আমি শিববাবার দত্তক সন্তান । মানুষ এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । শিববাবা এই ব্রহ্মার মাধ্যমে বাচ্চাদের দত্তক নেন । তাহলে ইনি মা হলেন । তোমরা জানো যে আমরা মা - বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি । স্মরণ কিন্তু শিববাবাকেই করতে হবে । তাহলে ইনি হলেন সর্বপ্রথম মা । আশীর্বাদী বর্সা তোমরা শিববাবার থেকে পেয়ে থাকো । এই ব্রহ্মাবাবাও তাঁরই স্মরণে থাকেন । বাবা যা বোঝান তাই ধারণ করতে হবে । তোমাদের রূপ বসন্ত হতে হবে । তোমরা যোগে থাকবে, জ্ঞান ধারণ করবে আর করাবে, তাহলেই আমার মতো রূপ বসন্ত হতে পারবে । তারপর আমার সাথেই চলে যাবে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে, যখন তোমরা স্বর্গে আসবে তখন তোমাদের এই জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । তখন তোমাদের প্রালব্ধ শুরু হয়ে যাবে । তখন এই জ্ঞানের পার্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । এ হলো খুবই গুপ্ত কথা, কেউ খুব মুশকিলের সঙ্গেই বুঝতে পারে । বৃদ্ধা মানুষদেরও বাবা বুঝিয়ে বলেন, তোমরা একজনকেই স্মরণ করো । দ্বিতীয় আর কেউই নয় । তাহলেই বাবার কাছে গিয়ে তোমরা কৃষ্ণপুরীতে চলে যাবে । এ হলো কংসপুরী ।

এমন নয় যে কৃষ্ণপুরীতে কংসও ছিল, এ সবই গল্পকথা । কৃষ্ণের মায়ের আট সন্তান দেখানো হয় । এ তো গ্লানি হয়ে গেলো । কৃষ্ণকে ঝুড়ি করে যমুনা পার করা হয়েছিলো । তারপর যমুনা নীচে চলে গিয়েছিলো । ওখানে তো এসব কিছুই হয়ই না । এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের আলো পেয়েছো । বাবা বলেন, আগে যা কিছু শুনেছো, সব ভুলে যাও । বাবা আরো বলেন এই যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি করলেই কেউ আমাকে পেতে পারে না । আত্মা তমোপ্রধান হলে তার ডানা ভেঙ্গে যায় । এখন এই সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আগুন লাগবে । হোলির আগুনে মিষ্টি চাপাটি তৈরী করা হয় । এ হলো আত্মা আর শরীরের কথা । সকলেরই শরীর পুড়ে যায়, আত্মা অমর হয়ে যায় । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, সত্যযুগে এতো মানুষ এতো ধর্ম থাকবে না । সেখানে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম থাকবে । ভারতই সবথেকে বড় তীর্থস্থান । শেষবয়সে অনেকেই গিয়ে কাশীতে থাকে ভাবে এখন আমরা কাশীবাস করবো । যেখানে শিব আছে, সেখানেই আমরা শরীর ত্যাগ করবো । অনেক সাধু সন্ন্যাসী সেখানে গিয়ে বাস করে । সারাদিন তারা এই গান গায় - জয় বিশ্বনাথ গঙ্গা । এখন শিবের মাথা থেকে তো আর গঙ্গা বের হবে না । তারা শিবের দ্বারে মৃত্যু পছন্দ করে । এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছো । যেখানেই থাকো, কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো । তোমরা জানো, শিববাবা আমাদের বাবা, আমরা তাঁকে স্মরণ করতে করতে তাঁর কাছে চলে যাবো । তাই শিববাবার জন্য এই ভালোবাসা তো থাকা চাই, তাই না ? তাঁর কোনো বাবাও নেই, শিক্ষকও নেই, আর সকলেরই তা আছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের রচয়িতাও তো এই বাবা, তাই না । রচনার থেকে রচনা আশীর্বাদী বর্সা পেতে পারে না তা যে কেউই হোক না কেন । এই আশীর্বাদী বর্সা বাচ্চারা বাবার থেকেই পেয়ে থাকে । তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে এসেছি । বাবা এখন জ্ঞানের বর্ষণ করছেন । তোমরা এখন পবিত্র হতে চলেছো । বাকি সবাই নিজের নিজের হিসেব নিকেশ শোধ করে নিজের ধামে চলে যাবে । মূলবতনে আত্মাদের ঝাড় আছে । এখানেও সাকারী ঝাড় আছে । ওখানে আছে রুদ্রের মালা আর এখানে আছে বিষ্ণুর মালা । এরপর ছোটো ছোটো গোষ্ঠী বেরিয়ে আসে । এই ছোটো ছোটো গোষ্ঠী বাড়তে বাড়তে ঝাড় বড় হয়ে যায় । এখন আবার সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে । তারপর তোমাদের দেবী দেবতা রাজত্বে রাজ্য করতে হবে । এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা, বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, তাই তোমাদের খুব খুশী থাকা চাই যে ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন । রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা তিনি রাজার রাজা করে দেন । তিনি নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মীতে পরিণত করেন । সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশীতেও আসবে । বাবা রোজ বোঝান আর জ্ঞানের কিরণ দিতে থাকেন ।

তোমরা মেঘেরা সাগরের কাছে আসো পূরণ হওয়ার জন্য । ভরপুর হয়ে আবার তোমাদেরই গিয়ে বর্ষণ করতে হবে । ভরপুর না হলে রাজপদ পাবে না, প্রজাতে চলে যাবে । চেষ্টা করে যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এখানে তো একে তাকে সকলেই স্মরণ করতে থাকে, অনেক নাম আছে । বাবা এসে বলেন বন্দে মাতরম্ । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে দ্রৌপদীর পদসেবা করা হচ্ছে । বাবার কাছে বৃদ্ধারা এলে বাবা তাদের বলতেন, বাচ্চারা, তোমরা কি পরিশ্রান্ত হয়েছো ?এখন অল্প কিছুদিন বাকি আছে । তোমরা ঘরে বসেই শিববাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো । যত স্মরণ করতে পারবে তত বিকর্মজিত হতে পারবে । অন্যদের নিজের মতো তৈরী করতে না পারলে কি করে প্রজা তৈরী করবে । অনেক পরিশ্রম করতে হবে । এই জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও নিজের মতো বানাতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপ - দাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) , প্রতি বিষয়ে নিজের সময়কে সফল করতে হবে । দানও পাত্র দেখেই করতে হবে । যারা শুনতে চায় না তাদের পিছনে সময় নষ্ট করো না । বাবার আর দেবতাদের ভক্তদের জ্ঞানের দান দিতে হবে ।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করে সাহুকার হতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পড়া অবশ্যই পড়তে হবে । এক একটি রত্ন লাখ টাকার তাই একে নিজে ধারণ করা আর অন্যকে ধারণ করাতে হবে ।

বরদান :- প্রতিটা কথার দ্বারা জমার খাতা বাড়িয়ে আত্মিক ভাব আর শুভ ভাবনা সম্পন্ন হও ।

এই বাণীর দ্বারাই ভাব আর ভাবনা দুইয়েরই অনুভব হয় । যদি প্রতিটা কথায় শুভ বা শ্রেষ্ঠ ভাবনা, আত্মিক ভাব থাকে, তাহলে সেই কথায় জমার খাতা বাড়তে থাকে । যদি তোমাদের কথায় ঈর্ষা, অপছন্দ বা ঘৃণার ভাবনা যে কোনো পার্সেন্টে থাকে, তাহলে তোমাদের সেই কথার দ্বারা তোমাদের খরচের খাতা বেশী হতে থাকবে । সমর্থ বচনের অর্থ - যেই বাণীতে প্রাপ্তির ভাব বা সার থাকবে । যদি বাণীতে কোনো সার না থাকে তাহলে বাণী ব্যর্থের খাতায় চলে যায় ।

স্লোগান :- সমস্ত কারণের নিবারণ করে সদা সন্তুষ্ট থেকে সন্তুষ্টমণি হতে হবে ।